৬৫ নং তাল-একতালা

কেন কর ভাই দ্বেষাদ্বেষী, এস সবে করি মেশামেশী।
হয়ে দলে খোলসা গুরু ভরসা হব গুরুর সেবাদাসী।।
১। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যোগী ঋষি কি সন্ন্যাসী।
তার কাছেতে সবাই সমান, স্বর্গ নরক গয়াকাশী।।
২। কেন কর ভাই দলাদলি, কোলাকুলি কর আসি।
ভবে একপিতা বৈ পিতা আছে কই,
এক পিতা এই ত্রিলোক বাসী।।
৩। জাতি, বিদ্যা, মহত্বপঞ্চ, রূপ যৌবন সর্বনাশী।
ভবে এই পঞ্চজন ভক্তির কন্টক তাদের কেন ভালবাসী।।
৪। একই ক্ষেত্রে এক বীর্য্যেতে, জন্ম নিলাম জগৎবাসী।
রইল এ বড় খেদ আত্মবিচ্ছেদ, করে হিংসা নীরে ভাসি।।
৫। ডেকে বলে তারকচন্দ্র ধারণ কর তত্ত্বমসি।
অশ্বিনী তোর কর্ম্ম সূত্র কেটে আমায় কর খুশি।।

৬৬ নং তাল-গড়খেমটা

আমায় ছুসনালো প্রাণ সজনী।
আমার জাত মেরে রেখেছে ঘরে, হরিচাঁদ গুণমণি।।
১। আমার বাতাস লাগলে তোদের গায়, শেষে ঠেকবি বিষয় দায়,
কুলমান যাবে পাছে করবি কি উপায়।
সদায় হরি বলে কাঁদতে হবে গো,
সব লোক বলবে লো কলঙ্কিণী।।
২। হরির প্রেমতো সহজ নয় যেমন বিষে উজান ধায়,
ধিক্ ধিক্ করে জ্বলবে হিয়ে, করবিরে হায় হায়।
শেষে প্রেমানলে মরবি জ্বলে গো,
পথিক লোকে বলবে গো পাগলিনী।।